বাহির করহ রোগ দেখুক সকলে।
মনের বিকার যাক হরি হরি বলে।।"
স্বরূপ বলেছে সেই রমণীর ঠাঁই।
'কোথা মাতা শ্বেতরোগ বের কর তাই।।
প্রভু বলে 'রোগ আছে হাঁটুর উপরে।
আর এইটুকু আছে বক্ষের ভিতরে।।"
স্বরূপ ফেলিল তার বক্ষের কাপড়।
সবে দেখে রোগ আছে বক্ষের উপর।।
স্বরূপ কহেন সেই নারীর গোচরে।
'আছে নাকি শ্বেতরোগ হাঁটুর উপরে।।'
হাঁটুর উপরে রোগ দেখাইল নারী।
স্বরূপ ক্রন্দন করে হরিপদ ধরি।।
"সারে বা না সারে রোগ তা'তে ক্ষতি নাই।
শ্রীচরণে থাকে মতি এই ভিক্ষা চাই।।'
ঠাকুর বলেন সেই নারীকে চাহিয়া।
"মনের বিকার তব গেছে কি ঘুচিয়া?"
ঠাকুরের পদ ধরি কহে সেই নারী।
'যা বলাও তাহা আমি বলিবারে পারি।।
ত্রাণকর্ত্তা আপনি ঘুচিল মম পাপ।'
আমি স্বরূপের মা স্বরূপ মম বাপ।।'
ডাকামাত্র সেই শ্বেতরোগ সেরে গেল।
সভাশুদ্ধ হরিধ্বনি করিয়া উঠিল।।
ঠাকুরের পদে দোঁহে তখনে লোটায়।
রচিল তারক মৃত্যুঞ্জয়ের কৃপায়।।

ভক্তা নায়েরীর উপাখ্যান

নায়েরী নামেতে ভক্তা কলাতলা বাস।
পরমা-বৈষ্ণবী সম হরিপদে আশ।।
বালিকা বিধবা বটে শুদ্ধা তদাবধি।
সাধুভক্তি কৃষ্ণসেবা করে নিরবধি।।
ঠাকুরের ভক্তগণ যায় তার বাসে।
ঠাকুরের নাম শুনে প্রেমানন্দে ভাসে।।
সবে বলে ওড়াকান্দী স্বয়ং অবতার।
প্রাণ কান্দে নায়েরীর প্রভু দেখিবার।।
ঠাকুর দেখিব বলে চিত্ত উচাটন।
উদ্দেশ্যে করিল দেবী আত্মসমর্পণ।।
দৈবক্রমে ঠাকুরের ভক্তসঙ্গ পেয়ে।
ওড়াকান্দী শুভযাত্রা করে সেই মেয়ে।।
পথে যেতে মনে মনে করে আনাগোনা।
যেমন কপাল প্রভু দেখা তো দেবে না।
নেত্র-নীরে গাত্র ভাসে চলে কাঁদি কাঁদি।
উপনীতা হইল শ্রীধাম ওড়াকান্দী।।
ঠাকুরের রূপ দেখি হ'য়ে জ্ঞান হারা।
কাঁপে গাত্র শিবনেত্র বহে প্রেমধারা।।
দুইদণ্ড কাল প্রায় রহে দাঁড়াইয়ে।
প্রভুর শ্রীমূর্ত্তি দেখে একদৃষ্টে চেয়ে।।
যুগল নয়নে তার বহে অশ্রুধার।
কণ্ঠরোধ বক্ষঃস্থল তিতিল তাহার।।
ঠাকুর বলেন "তোর কেন হেন দশা।
স্থির হ'য়ে বল তোর মনে কিবা আশা।।
দণ্ডবৎ হ'য়ে কেন রৈলি দাঁড়াইয়ে।
মনে যাহা থাকে তাহা বল প্রকাশিয়ে।"
তাহা শুনে সেই নারী ধীরে ধীরে কহে।
'জনমে জনমে যেন পদে মতি রহে।।'
প্রভু কন "নায়েরী মা যাও অন্তঃপুরে।
দেখ গিয়া ঠাকুরাণী কি কি কার্য্য করে।।
বাক্য শুনি অন্তঃপুরে চলিল নায়েরী।
লক্ষ্মী মা'র পদ বন্দে স্তুতি-নতি করি।।
গৃহকার্য্য করে সব কন্যা-ব্যবহারে।
শান্তিমাতা প্রফুল্লিতা নায়েরী আচারে।।
পরদিন বিদায় হইয়া বাড়ী যায়।
যাইতে না পারে ঠাকুরের পানে চায়।।